বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন বহাল রাখা সংবিধান ও নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন

১৯৭১-এর এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মূলনীতি ছিল সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেও এই নীতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। নাগরিকদের সকল অংশের সমান অধিকারের রক্ষাকবচ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ধারা ২৮ (১) অনুযায়ী রাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছে : 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। এর অর্থ দাঁড়ায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রাষ্ট্রীয় ও আইনগতভাবে অবৈধ। অথচ দুঃখজনকভাবে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক প্রণীত বৈষম্যমূলক ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের বলে উত্তরাধিকারসহ পারিবারিক সম্পদ ও সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাওয়া থেকে বাংলাদেশের নারীসমাজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের ৫০ ভাগ জনগোষ্ঠী নারীর মানবাধিকার এবং নাগরিক হিসেবে তাদের সমানাধিকারের লঙ্ঘন। অথচ মৌলিক অধিকারের সাথে অসমঞ্জস আইন বাতিল হয়ে যাবে বলে সংবিধানের ২৬ (১) ও ২৬ (২) ধারায় সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে।

দেশের সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলাদেশের সব আইনই প্রণীত হয়েছে সংবিধানের আলোকে ইউরোপীয় সিভিল আইনের আদলে। শুধু নারী অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইনটিই হচ্ছে ধর্মীয় আইননির্ভর। আমরা মনে করি, একটি স্বাধীন দেশে এমন দ্বৈত ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবেই সংবিধান লঙ্ঘন। তা ছাড়া, এর মাধ্যমে 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে' 'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন' [৭ (২)] হিসেবে সংবিধানের প্রাধান্য খর্ব হয়। কাজেই এ আইন সংবিধানবিরোধী।

সংবিধানের ২৬ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'এই ভাগের *(তৃতীয় ভাগ– মৌলিক অধিকার)* বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে'। অর্থাৎ, সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি 'বৈষম্যহীনতা'র সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন বহাল থাকার যৌক্তিক ও আইনগত কোনো ভিত্তি নেই।

কাজেই, স্বাধীনতার মূলনীতি তথা সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ লঙ্ঘন করা থেকে রাষ্ট্রকে বিরত রাখা এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির স্বার্থে বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে সকল ধর্ম ও লিঙ্গের নাগরিকদের জন্য উত্তরাধিকারে সমান ব্যবস্থা প্রণয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।

উত্তরাধিকারে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হলে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মানসিক ও বাস্তব বাধা দূর হবে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য নিরসনের পথ প্রশস্ত হবে। আর বৈষম্য নিরসন হলেই কেবল উন্নয়নকে স্থায়িত্বশীল করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 'বৈষম্যহীনতা'র মূল চেতনা বাস্তব রূপ লাভ করবে।